

// প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিন

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব প্রযুক্তি আন্দোলন উৎকর্ষ সাধন করছে। প্রাইমারি প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে প্রযুক্তি বিজ্ঞান সংযুক্ত করছে। বর্তমান সরকার ই-এসএসসি ও দাখিল/ডোকেশনাল কোর্স চালু করেছে, আশা করা যাচ্ছে আধুনিক বিদ্যায় সকল বিষয়ে এসএসসি ডোকেশনাল কোর্স প্রাইমারি/মাদ্রাসায় চালু করা হবে। এসএসসি ডোকেশনাল কোর্সে ভর্তি হতে যাত্রী পাস হতে হয়। অথচ দেখা যায় যে, প্রাইমারি স্কুল থেকে ৫ম শ্রেণী পড়াশোনা করে এসএসসি ডোকেশনাল কোর্সে ভর্তি হতে পারে না। প্রাইমারি স্কুলগুলো প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনে কোনো প্রকার সহযোগিতা করছে না। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বেলায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। সেই সুদূরপ্রসারী উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সেই জনশক্তির মাধ্যমে প্রাইমারি স্কুলে আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছানোর পরিকল্পনা। এই অবস্থা যদি বিদ্যমান থাকত তাহলে জাতি শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ত। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করতে হবে এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেনগুলোকে জাতীয় প্রতিযোগিতায় আনতে হলে কিন্ডারগার্টেন ও সরকারি প্রাইমারি স্কুলগুলোকে ৮ম শ্রেণীতে উন্নীত করে প্রাথমিক স্কুলে রূপান্তরিত করলে এইসব স্কুলগুলোতে কমপক্ষে ২০ জন শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টি হবে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষিত বেকার কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি হবে। দেশ ও জাতি দ্রুত বেকার সমস্যা থেকে মুক্ত পাবে। এ ব্যবস্থায় সরকারের কোষাগার থেকে কোনো অর্থের প্রয়োজন

এ দেশের মানুষ বিশ্বের যেকোনো মানুষের চেয়ে অনেক বেশি দেশপ্রেমিক। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এ দেশের মানুষ যেমন অর্জন করতে পারেন তেমনি বর্জন করতে পারে। স্বাধীনতা যুদ্ধে এই দেশের দামাল ছেলেরা দ্রুত অস্ত্র গ্রহণ করেছিল। সেইদিন যুবকরা কোনো সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেননি। তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল কার আগে কে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাঁদের মধ্যে ছিল না কোনো লোভ বা লালসা, ছিল কেবলই দেশপ্রেম। সূর্য যেই নিয়মে প্রতিদিন বিরামহীনভাবে বিশ্বকে আলো ও তাপ প্রদান করছে তেমনি মর্টনস শিল্পের মা ও বোনরা বিরামহীন শ্রম প্রদান করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করে চলছেন। আমাদের সামনে মুক্তিযুদ্ধ ও গার্মেন্টস শিল্পে যেমন- অর্জন আছে তেমনি পলিথিন ব্যাগ বর্জন করে আমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে বিদেশে ইতিহাস সৃষ্টি করেছি।

উন্নত দেশের কাতারে অবস্থান করার প্রত্যয়ে দেশের প্রতিটি মানুষকে আর্থিক সুযোগসমপূর্ণ প্রযুক্তি শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল বিভাগে ১টি করে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে ৬ শ্রেণী পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষা যোগান নির্ধারণ করলে জাতির কাছে বর্ত